রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

শনিবার, অক্টোবর ৪, ২০০৩

[৮ম খন্ড—বেসরকারী ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ]

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ
ঢাকা।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৯ ভাদ্র ১৪১০ বঙ্গাব্দ/২৪ আগস্ট ২০০৩ খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও নং ২৫১/আইন/২০০৩—National Sports Council Act, 1974 (Act No. LVII of 1974) এর section 22 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রয়োগ।**—(১) এই বিধিমালা জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্মচারী (অবসরভাতা ও অবসরজনিত সুবিধাদি) বিধিমালা, ২০০৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা নিম্নলিখিত কর্মচারীগণ ব্যতীত, কর্তৃপক্ষের সকল কর্মচারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে, যথা ঃ—

(ক) প্রেষণে নিয়োজিত কর্মচারী ;

(খ) সম্পূর্ণ অস্থায়ী, খন্ডকালীন, দৈনিক বা চুক্তিভিত্তিতে নিয়োজিত কর্মচারী ; এবং

(গ) এমন সকল কর্মচারী, যাহারা এই বিধিমালা প্রবর্তনের অব্যবহিতপূর্বে অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিলে চাঁদা প্রদানকারী ছিলেন, কিন্তু বিধি ১১(১)(খ) এর বিধান অনুসারে অবসরভাতা ও অবসরজনিত সুবিধাদি প্রাপ্তির ইচ্ছা প্রকাশ করেন নাই।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় অথবা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(ক) "আইন" অর্থ National Sports Council Act, 1974 (Act No. LVII of 1974) ;

মূল্য ঃ টাকা ৬·০০

(খ) "অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিল" অর্থ কর্মচারীগণের মাসিক বেতন হইতে প্রদত্ত নিয়মিত মাসিক চাঁদা, তদনুকূলে পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত নির্ধারিত চাঁদা এবং উভয় চাঁদার অর্থের সুদ সমন্বয়ে গঠিত অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিল ;

(গ) "কর্মচারী" অর্থ পরিষদের কোন কর্মচারী, এবং যে কোন কর্মকর্তাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন ;

(ঘ) "গণনাযোগ্য চাকুরী" অর্থ বিধি ১৫ এ বর্ণিত গণনাযোগ্য চাকুরী ;

(ঙ) "চাঁদা প্রদানকারী" অর্থ এই বিধিমালা অনুসারে তহবিলে চাঁদা প্রদানকারী কোন কর্মচারী ;

(চ) "চেয়ারম্যান" অর্থ ট্রাষ্টী বোর্ডের চেয়ারম্যান ;

(ছ) "ট্রাষ্টী বোর্ড" অর্থ বিধি ৪ এর অধীন গঠিত জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্মচারী অবসরভাতা তহবিল ট্রাষ্টী বোর্ড ;

(জ) "তফসিল" অর্থ এই বিধিমালার কোন তফসিল ;

(ঝ) "তহবিল" অর্থ বিধি ৩ এর অধীন গঠিত জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্মচারী অবসরভাতা ও অবসরজনিত সুবিধাদি তহবিল ;

(ঞ) "পরিষদ" অর্থ আইনের এর section 3 এর অধীন প্রতিষ্ঠিত জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ;

(ট) "পরিবার" অর্থ—

(অ) কর্মচারী পুরুষ হইলে, তাঁহার স্ত্রী বা স্ত্রীগণ ও তাঁহার সন্তান-সন্ততিগণ এবং তাঁহার মৃত পুত্রের বিধবা স্ত্রী বা স্ত্রীগণ ও সন্তান-সন্ততিগণ, অথবা উক্ত স্ত্রী বা সন্তান-সন্ততিগণের অবর্তমানে উক্ত কর্মচারীর বৈধ উত্তরাধিকারীগণ ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোন কর্মচারী প্রমাণ করেন যে, আদালতের আদেশ অনুসারে তিনি ও তাঁহার স্ত্রী আলাদাভাবে বসবাস করেন অথবা তাঁহার স্ত্রী প্রথাভিত্তিক আইন অনুসারে খোরপোষ লাভের অধিকার পাইয়াছেন, তাহা হইলে উক্ত স্ত্রীকে পরিবারভুক্ত করিবার জন্য উক্ত কর্মচারী কর্তৃক যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিতভাবে ইচ্ছা প্রকাশ না করা পর্যন্ত, উক্ত স্ত্রী এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে উক্ত কর্মচারীর পরিবারভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবেন না ; এবং

(আ) কর্মচারী মহিলা হইলে, তাঁহার স্বামী এবং সন্তান-সন্ততিগণ ও তাঁহার মৃত পুত্রের বিধবা স্ত্রী বা স্ত্রীগণ ও সন্তান-সন্ততিগণ অথবা উক্ত স্ত্রী বা সন্তান-সন্ততিগণের অবর্তমানে উক্ত কর্মচারীর বৈধ উত্তরাধিকারীগণ ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন মহিলা কর্মচারী তাঁহার স্বামীকে এই বিধিমালার কোন সুবিধা পাইবার ব্যাপারে তাহার পরিবারভুক্ত না করিবার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিতভাবে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া থাকিলে, উহার বিপরীতে ইচ্ছা প্রকাশ না করা পর্যন্ত, উক্ত স্বামী উক্ত কর্মচারীর পরিবারভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবেন না ;

(ঠ) "যথাযথ কর্তৃপক্ষ" অর্থ এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কোন নির্দিষ্ট কর্তব্য সম্পাদনের জন্য পরিষদ কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা ;

(ড) "সদস্য" অর্থ ট্রাষ্টী বোর্ডের কোন সদস্য।

৩। **তহবিল গঠন।**—এই বিধিমালা কার্যকর হওয়ার পর নিম্নবর্ণিত উৎসসমূহ হইতে প্রাপ্ত অর্থ সমন্বয়ে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্মচারী অবসরভাতা তহবিল নামে একটি তহবিল গঠিত হইবে, যথা ঃ—

(ক) বিধি ১১(৩) এর দফা (খ) ও (গ) এর অধীন জমাকৃত অর্থ ;

(খ) বিধি ১১(১) এর অধীন যে সকল কর্মচারী অবসরভাতা ও অবসরজনিত সুবিধা পাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন সেই সকল কর্মচারী অনুরূপ ইচ্ছা প্রকাশ না করিলে তাহাদের অনুকূলে অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিলে প্রতিমাসে পরিষদ যে অর্থ প্রদান করিত সেই অর্থ ;

(গ) পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুসারে সময় সময় তহবিলে প্রদত্ত এককালীন মঞ্জুরী ;

(ঘ) তহবিলের অর্থ বিনিয়োগ হইতে অর্জিত আয় ; এবং

(ঙ) অন্যান্য উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

৪। **ট্রাষ্টী বোর্ড।**—(১) তহবিলের ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ ও বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে পরিষদের নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্মচারী অবসরভাতা তহবিল ট্রাষ্টী বোর্ড নামে একটি বোর্ড থাকিবে, যথা ঃ—

(ক)	সচিব	চেয়ারম্যান (পদাধিকারবলে) ;
(খ)	পরিচালক (প্রশাসন)	সদস্য (পদাধিকারবলে) ;
(গ)	পরিচালক (ক্রীড়া)	সদস্য (পদাধিকারবলে) ;
(ঘ)	পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)	সদস্য (পদাধিকারবলে) ;
(ঙ)	উপ-পরিচালক (ঢাকা বিভাগ)	সদস্য (পদাধিকারবলে) ;
(চ)	কর্মকর্তাগণের মধ্য হইতে একজন প্রতিনিধি, যিনি চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত হইবেন।	সদস্য ;
(ছ)	কর্মচারীগণের মধ্য হইতে একজন প্রতিনিধি, যিনি চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত হইবেন।	সদস্য ;
(জ)	পরিচালক (অর্থ)	সদস্য-সচিব এবং আয়ন ও ব্যয়ন কর্মকর্তা (পদাধিকারবলে)।

(২) ট্রাষ্টী বোর্ড উহার কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনকল্পে এক বা একাধিক সদস্য সমন্বয়ে এক বা একাধিক কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

৫। **ট্রাষ্টী বোর্ডের ক্ষমতা ও কার্যাবলী।**—ট্রাষ্টী বোর্ডের ক্ষমতা ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা ঃ—

(ক) এই বিধিমালার বিধান অনুসারে তহবিলের অর্থের যথাযথ ব্যবহার ও উহার রক্ষণাবেক্ষণ ;

(খ) প্রয়োজনবোধে তহবিলের জন্য, পরিষদের পুর্বানুমোদন সাপেক্ষে, ঋণ গ্রহণ ;

(গ) বিধি ৬ এর বিধান অনুযায়ী তহবিলের অর্থ বিনিয়োগ এবং এতদুদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ ;

(ঘ) তহবিলের আয় ও ব্যয়ের হিসাব রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ ;

(ঙ) প্রতি আর্থিক বৎসর সমাপ্তির পরবর্তী মাসে তহবিলের আয়, ব্যয়, বিনিয়োগ ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে পরিষদের নিকট প্রতিবেদন উপস্থাপন ;

(চ) উপরি-উক্ত কার্যাবলী সম্পাদনের উদ্দেশ্যে সকল আনুষঙ্গিক কার্যক্রম গ্রহণ।

৬। **তহবিলের অর্থ জমা, বিনিয়োগ ইত্যাদি।**—(১) ট্রাষ্টী বোর্ড, পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে, তহবিলের অর্থ এইরূপে বিনিয়োগ করিবে যাহাতে উক্ত বিনিয়োগ হইতে সম্ভাব্য সর্বাপেক্ষা অধিক আয় হইতে পারে, এবং এতদুদ্দেশ্যে ট্রাষ্টী বোর্ড তহবিলের সম্পূর্ণ বা আংশিক অর্থ কোন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের স্থায়ী আমানতের বা সঞ্চয়ী হিসাবে রাখিতে বা কোন লাভজনক সরকারী সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ করিতে পারিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, ট্রাষ্টী বোর্ড, পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে, প্রতিবৎসর এই প্রবিধানমালার অধীন প্রদেয় অবসর ভাতা ও অবসরজনিত সুবিধাদি পরিশোধের উদ্দেশ্যে সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থ কোন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের একটি চলতি হিসাবে জমা রাখিতে পারিবে।

(২) চেয়ারম্যান ও সদস্য-সচিবের যুগ্ম স্বাক্ষরে তহবিলের ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হইবে।

৭। **সদস্য-সচিব এবং আয়ন ও ব্যয়ন কর্মকর্তার কার্যাবলী।**—তহবিলের সদস্য-সচিব এবং আয়ন ও ব্যয়ন কর্মকর্তা নিম্নবর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদন করিবেন, যথা ঃ—

(ক) তহবিলের আয় ও ব্যয়ের হিসাব রক্ষণ ;

(খ) এই বিধির অধীন প্রদেয় অবসরভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি যথাযথ কর্তৃপক্ষের আদেশ অনুসারে যথাশীঘ্র পরিশোধ ;

(গ) কমিটির নির্দেশ (যদি থাকে) অনুসারে বিধি ৬ এ উল্লিখিত আমানত, ব্যাংক হিসাব ও বিনিয়োগ পরিচালনা ;

(ঘ) বিধি ২৯ এর অধীন কার্যাবলী সম্পাদন।

৮। **ট্রাস্টী বোর্ডের সভা।**—(১) এই বিধিমালার অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, ট্রাস্টী বোর্ড উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে ট্রাস্টী বোর্ডের সভা অনুষ্ঠিত হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, প্রতি তিন মাসে ট্রাস্টী বোর্ডের অন্ততঃ একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) চেয়ারম্যান ট্রাস্টী বোর্ডের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে উপস্থিত সদস্যগণ কর্তৃক তাহাদের মধ্য হইতে মনোনীত কোন সদস্য ট্রাস্টী বোর্ডের সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৪) সভার কোরামের জন্য উহার মোট সদস্য-সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে, তবে মুলতবি সভার ক্ষেত্রে কোরামের কোন প্রয়োজন হইবে না।

(৫) প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং উপস্থিত সদস্যের সংখ্যা গরিষ্ঠ ভোটে সভার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান বা সভায় সভাপতিত্বকারী সদস্যের দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

৯। **তহবিলের অর্থ ব্যয় ও হিসাব নিরীক্ষা।**—(১) তহবিলের অর্থ অবসরভাতা ও অবসরজনিত সুবিধাদি প্রদানের উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হইবে।

(২) তহবিলের আয় ও ব্যয়ের হিসাব পরিষদের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক নিরীক্ষিত হইবে।

১০। **অবসরভাতা পাইবার যোগ্যতা।**—এই বিধিমালা যে সকল কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তাঁহারা সকলেই এই বিধিমালার বিধানাবলী অনুসারে অবসরভাতা ও অবসরজনিত অন্যান্য সুবিধাদি পাইবার অধিকারী হইবেন।

১১। **কতিপয় কর্মচারীর ক্ষেত্রে অবসরভাতা প্রাপ্তির ইচ্ছা প্রকাশ।**—(১) এই বিধিমালা প্রবর্তনের অব্যবহিতপূর্বে চাকুরীরত কোন কর্মচারী অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিলে চাঁদা প্রদান করিতে থাকিলে,—

(ক) তিনি উক্তরূপ প্রবর্তনের পরেও উক্ত তহবিলে চাঁদা প্রদান অব্যাহত রাখিতে পারিবেন ; অথবা

(খ) তিনি উক্ত প্রবর্তনের পর চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া থাকুন বা চাকুরীরত থাকুন, এই বিধিমালা সরকারী গেজেটে প্রকাশের এক মাসের মধ্যে এই বিধিমালার অধীন অবসরভাতা ও অবসরজনিত সুবিধাদি পাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া লিখিতভাবে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ প্রবর্তনের তারিখের কোন অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিল এবং আনুতোষিক সুবিধা গ্রহণ করিয়া থাকিলে তিনি এই দফার অধীন ইচ্ছা প্রকাশ করিবার অধিকারী হইবেন না।

(২) উপ-বিধি ১(খ) এর অধীন কোন কর্মচারী অবসরভাতা পাইবার ইচ্ছা প্রকাশ না করিলে, তিনি অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিলে চাঁদা প্রদান অব্যাহত রাখিবেন বলিয়া গণ্য করা হইবে এবং সেই ক্ষেত্রে তিনি এই বিধিমালার অধীন অবসরভাতা ও অবসরজনিত সুবিধাদি পাইবার অধিকারী হইবেন না।

(৩) কোন কর্মচারী উপ-বিধি (১) (খ) অনুসারে অবসরভাতা প্রাপ্তির ইচ্ছা প্রকাশ করিলে,—

(ক) তিনি অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিলে চাঁদা প্রদান বন্ধ করিয়া সাধারণ ভবিষ্য তহবিলে চাঁদা প্রদান করিবেন ;

(খ) অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিলে উক্ত কর্মচারীর হিসাবে পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত চাঁদা ও উহার উপর অর্জিত সুদ তহবিলে জমা হইবে ;

(গ) তিনি অনুরূপ ইচ্ছা প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত চাকুরীকালের জন্য জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকুরী বিধিমালা, ১৯৯৫ এর বিধি ৫১ অনুসারে কোন আনুতোষিক পাইবার অধিকারী হইবেন না এবং তাহার, উক্তরূপ ইচ্ছা প্রকাশের পরবর্তী চাকুরীকালের প্রতিটি অর্থ বৎসরের বা আংশিক বৎসরের সর্বশেষ দিবসে পরিষদ উক্ত কর্মচারীর প্রাপ্য দুই মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ তহবিলে জমা করিবে ;

(ঘ) উক্ত কর্মচারীর চাকুরীকাল অবসরভাতা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে গণনাযোগ্য চাকুরীকাল হিসাবে গণনা করা হইবে ; এবং

(ঙ) অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিলে উক্ত কর্মচারী কর্তৃক প্রদত্ত চাঁদা ও উহার উপর অর্জিত সুদ সাধারণ ভবিষ্য তহবিলে স্থানান্তরিত হইবে।

১২। **অবসর গ্রহণ**।—বিধি ১৩ ও ১৪ এর বিধান সাপেক্ষে, একজন কর্মচারী তাঁহার সাতান্ন বৎসর বয়স পূর্তিতে চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন।

১৩। **স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ**।—(১) একজন কর্মচারী পঁচিশ বৎসর চাকুরী সমাপ্ত করিবার পর, তাহার নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিত নোটিশ প্রদান করিয়া চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিতে পারিবেন।

(২) যে তারিখ হইতে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করিতে আগ্রহী তিনি, সেই তারিখের কমপক্ষে ত্রিশ দিন পূর্বে, উপ-বিধি (১) এর অধীন নোটিশ প্রদান করিবেন।

(৩) উপ-বিধি (১) এর অধীন স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া নোটিশ প্রদান করা হইলে, উক্ত নোটিশে উল্লিখিত অবসর গ্রহণের তারিখ চূড়ান্ত তারিখ বলিয়া গণ্য হইবে, যাহা সংশোধন বা প্রত্যাহার করা যাইবে না।

১৪। **পরিষদ কর্তৃক অবসর প্রদান**।—পরিষদ উহার কোন কর্মচারীকে অবসর প্রদান করিতে পারিবে, যদি—

(ক) উক্ত কর্মচারী পঁচিশ বৎসর চাকুরী সমাপ্ত করিয়া থাকেন এবং পরিষদ মনে করে যে, পরিষদের স্বার্থে উক্ত কর্মচারীকে অবসর প্রদান করা প্রয়োজন ; অথবা

(খ) পরিষদ কর্তৃক শৃঙ্খলাজনিত বিষয়ে উক্ত কর্মচারীকে কোন বিভাগীয় মামলায় দোষী সাব্যস্ত করিয়া বাধ্যতামূলক অবসর প্রদানের দণ্ড আরোপের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

১৫। **গণনাযোগ্য চাকুরী**।—(১) এই বিধিমালার অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, কোন কর্মচারীর গণনাযোগ্য চাকুরীকাল বলিতে পরিষদের কোন স্ব-বেতন, পূর্ণকালীন ও স্থায়ী পদের বিপরীতে স্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োজিত হইয়া চাকুরীতে যোগদানের তারিখ হইতে অবসর গ্রহণ বা তাহাকে পরিষদ কর্তৃক অবসর প্রদান বা চাকুরী হইতে বরখাস্ত বা অপসারণ বা পদ অবলুপ্তি বা মৃত্যুর মাধ্যমে চাকুরী অবসান হওয়ার তারিখ পর্যন্ত সময়কালকে বুঝাইবে।

(২) গণনাযোগ্য চাকুরী হিসাবের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সমাপ্ত পূর্ণবৎসরকে গণনা করা হইবে এবং বৎসরের ভগ্নাংশকে বর্জন করা হইবে।

(৩) কোন কর্মচারীর বিনা বেতনে ছুটিকাল গণনাযোগ্য চাকুরীকাল হিসাবে গণ্য করা হইবে না।

(৪) কোন কর্মচারীর বয়স আঠার বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্বের চাকুরীকাল গণনাযোগ্য চাকুরী হিসাবে গণ্য করা হইবে না।

১৬। **গণনাযোগ্য চাকুরীতে ঘাটতি প্রমার্জন**।—(১) অবসরভাতা মঞ্জুরীর ক্ষেত্রে, কোন কর্মচারীর প্রয়োজনীয় গণনাযোগ্য চাকুরীতে ঘাটতি দেখা দিলে,—

(ক) ছয় মাস বা তদপেক্ষা কম সময়ের ঘাটতি মওকুফ করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য করা হইবে ;

(খ) ছয় মাসের বেশী কিন্তু এক বৎসরের বেশী নয় এইরূপ সময়ের ঘাটতি পরিষদ কর্তৃক প্রমার্জন করা হইবে, যদি তিনি—

(অ) চাকুরীরত থাকাকালে মৃত্যুবরণ করিয়া থাকেন ; অথবা

(আ) তাঁহার নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কোন কারণে (যেমন—পঙ্গুত্ব বা পদ অবলুপ্তি) অবসর গ্রহণ করিয়া থাকেন, কিন্তু উক্ত নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত ঘটনা না ঘটিলে তিনি কমপক্ষে আরও এক বৎসর গণনাযোগ্য চাকুরী করিতে পারিতেন।

(২) গণনাযোগ্য চাকুরীতে এক বৎসরের বেশী সময়ের ঘাটতি কোন অবস্থাতেই প্রমার্জন করা হইবে না।

১৭। **অবসরভাতা প্রাপ্তির জন্য ন্যূনতম গণনাযোগ্য চাকুরী।**—কোন কর্মচারী অন্ততঃ দশ বৎসর গণনাযোগ্য চাকুরী না করিয়া থাকিলে, তিনি কোন অবসরভাতা প্রাপ্য হইবেন না।

১৮। **ক্ষতিপূরণমূলক অবসরভাতা।**—কোন কর্মচারী দশ বৎসর চাকুরী সমাপ্ত করিবার পর, তাঁহার পদ অবলুপ্ত হইলে এবং তাঁহাকে অন্য কোন সমান বা নিম্নতর পদে নিয়োগ করা না হইলে বা তিনি এইরূপ কোন পদে যোগদান করিতে না চাহিলে, তাঁহাকে ক্ষতিপূরণমূলক অবসরভাতা প্রদান করা যাইতে পারে।

১৯। **অক্ষমতাজনিত অবসরভাতা।**—কোন কর্মচারী দশ বৎসর গণনাযোগ্য চাকুরী সমাপ্ত করিবার পর, পরিষদ কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নিয়োজিত স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়নের ভিত্তিতে, যথাযথ কর্তৃপক্ষ যদি এইরূপ অভিমত পোষণ করে যে, পরিষদের চাকুরীতে কর্মরত থাকাকালে শারীরিক বা মানসিক অসুস্থতার ফলে উক্ত কর্মচারী স্থায়ীভাবে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছেন, তাহা হইলে তাঁহাকে অক্ষমতাজনিত অবসরভাতা প্রদান করা যাইতে পারে।

২০। **পারিবারিক অবসরভাতা।**—(১) কোন কর্মচারী অন্যূন দশ বৎসর গণনাযোগ্য চাকুরী সমাপ্ত করিবার পর, কিন্তু অবসর গ্রহণের পূর্বে, মৃত্যুবরণ করিলে, উক্ত কর্মচারীর অবসর গ্রহণের ক্ষেত্রে তফসিল-১ এ বিধৃত হার অনুসারে তিনি যে অবসরভাতা পাইতেন, তাঁহার পরিবার সেই ভাতার সমপরিমাণে পারিবারিক অবসরভাতা উক্ত কর্মচারীর মৃত্যুর পর পনর বৎসর পর্যন্ত পাইবেন।

(২) যে কোন প্রকার অবসরভাতা প্রাপ্তি শুরু করিবার পর পনর বৎসর অতিক্রান্ত হইবার পূর্বে কোন অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী মৃত্যুবরণ করিলে, উক্ত কর্মচারীর মৃত্যুর পর তাঁহার পরিবারবর্গ উক্ত পনর বৎসর মেয়াদের অবশিষ্ট সময় পর্যন্ত উক্ত অবসরভাতার সমপরিমাণ ভাতা পাইবেন।

(৩) উপ-বিধি (১) এবং (২) তে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন কর্মচারীর মৃত্যুর পর তাঁহার বিধবা স্ত্রী বা স্ত্রীগণ পুনঃবিবাহ না করিলে এবং প্রতিবন্ধীতার কারণে উপার্জনের অক্ষম সন্তান-সন্ততিগণ, উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত হারে আজীবন পারিবারিক অবসরভাতা পাইবেন।

২১। **অবসরভাতা প্রাপ্তির মেয়াদ।**—বিধি ২০(১) এর বিধান সাপেক্ষে, কোন অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত অবসরভাতা পাইবেন।

২২। **অবসরভাতার হার।**—কোন কর্মচারীর প্রাপ্য অবসরভাতা, তাঁহার প্রাপ্য সর্বশেষ মূল বেতন (অবসর প্রস্তুতি ছুটিকালীন সময়ের বর্ধিত বেতন প্রাপ্য হইলে তাহাসহ) এর ভিত্তিতে তফসিল-১ এ বিধৃত গণনাযোগ্য চাকুরীকালের বিপরীতে উল্লিখিত হার অনুসারে নির্ধারিত হইবে এবং উক্ত অবসরভাতা তাঁহাকে মাসে মাসে প্রদান করা হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন কর্মচারীর অবসরভাতা সরকার কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত সীমার ঊর্ধ্বে হইবে না।

২৩। **অবসর গ্রহণের প্রস্তুতিমূলক ছুটি।**—(১) অবসর গ্রহণের জন্য প্রস্তুতিমূলক ছুটি হিসাবে কোন কর্মচারী ছুটি পাওনা সাপেক্ষে এক বৎসর ছুটি ভোগ করিতে পারেন এবং অবসর গ্রহণের তারিখের পরবর্তী সময়ে উহা ভোগ করা যাইবে, তবে এই ছুটি অবসর গ্রহণের তারিখ হইতে এক বৎসর বা উক্ত কর্মচারীর আটান্ন বৎসর বয়স সীমা, যাহাই পূর্বে সমাপ্ত হয়, অতিক্রম করিবে না।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন ছুটি ভোগ করা কালে কোন কর্মচারী তাঁহার সর্বশেষ বেতনের হিসাবে ছয় মাসের পূর্ণ বেতন এবং বাকী ছয় মাস উক্ত সর্বশেষ বেতনের অর্ধেক বেতন পাইবেন।

(৩) উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রাপ্য ছুটি শেষ হওয়ার তারিখ হইতে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর অবসর গ্রহণ কার্যকর হইবে।

২৪। **অবসরভাতা সমর্পণ।**—(১) কোন কর্মচারী বা তাঁহার পরিবারের সদস্যগণ, বিধি ২০ এর উপ-বিধি (৩) এ উল্লিখিত বিধবা স্ত্রী বা স্ত্রীগণ এবং প্রতিবন্ধী সন্তান ব্যতীত, অবসরভাতা পাইবার অধিকারী হইলে, তিনি বা উক্ত সদস্যগণ ইচ্ছা করিলে প্রাপ্য অবসরভাতার অনধিক অর্ধাংশ সমর্পণ করিয়া উহার পরিবর্তে নিম্নবর্ণিত হারে এককালীন থোক টাকা গ্রহণ করিতে পারেন ঃ

গণনাযোগ্য চাকুরীকাল	সমর্পিত প্রতিটি টাকার জন্য প্রাপ্য টাকার পরিমাণ
(ক) দশ বৎসর বা তদূর্ধ্ব কিন্তু পনের বৎসরের কম	২৩০ টাকা
(খ) পনের বৎসর বা তদূর্ধ্ব কিন্তু বিশ বৎসরের কম	২১৫ টাকা
(গ) বিশ বৎসর বা তদূর্ধ্ব	২০০ টাকা

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত অবসরভাতা পাইবার অধিকারী কোন কর্মচারী, বা ক্ষেত্রমত, তাঁহার পরিবারের সদস্যগণ ইচ্ছা করিলে উক্ত উপ-বিধিতে উল্লিখিত অবসরভাতা সমর্পণযোগ্য অর্ধাংশের পরবর্তী অর্ধাংশ ও সমর্পণ করিয়া উহার পরিবর্তে উক্ত উপ-বিধিতে উল্লিখিত হারের অর্ধেক হারে থোক টাকা গ্রহণ করিতে পারেন।

২৫। **অবসরভাতা গ্রহণের জন্য মনোনয়ন।**—(১) কোন কর্মচারীর মৃত্যুর পর যাহাতে তাঁহার পরিবারের প্রাপ্য অবসরভাতা ও অবসরজনিত সুবিধাদি উক্ত পরিবারের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব হয় সেই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক কর্মচারী,—

(ক) বিধি ১১(১)(খ) এর শর্তের বিধান সাপেক্ষে তিনি এই বিধিমালা প্রবর্তনের সময় চাকুরীরত কর্মচারীর হইলে, এই বিধিমালা সরকারী গেজেটে প্রকাশের তারিখের ১৮০ (একশত আশি) দিনের মধ্যে ; এবং

(খ) তিনি উক্ত তারিখের পরে চাকুরীতে যোগদান করিলে, চাকুরীতে যোগদানের তারিখ হইতে ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে ;

তফসিল-২ এর বিধৃত ফরম পূরণ করিয়া তাঁহার অবসরভাতা ও অবসরজনিত সুবিধাদি প্রাপ্তির জন্য এক বা একাধিক ব্যক্তিকে মনোনীত করিয়া উক্ত ফরমটি যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই বিধিমালা সরকারী গেজেটে প্রকাশের তারিখের পূর্বেও যদি কোন কর্মচারী উক্ত উদ্দেশ্যে কোন মনোনয়ন দিয়া থাকেন, তাহা হইলে উক্ত মনোনয়ন, এই বিধিমালার সহিত সংগতিপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, এই বিধিমালার অধীন প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) কোন কর্মচারী যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিত নোটিশ দিয়া যে কোন সময় উক্ত মনোনয়ন বাতিল করিতে পারিবেন, তবে এইরূপ নোটিশের সহিত একটি নূতন মনোনয়ন দাখিল করিতে হইবে।

২৬। **কতিপয় বিধি-নিষেধ।**—(১) কোন কর্মচারী চাকুরীতে ইস্তফা দিলে বা চাকুরী হইতে অপসারিত বা বরখাস্ত হইলে, তিনি কোন অবসর ভাতা পাইবেন না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, অসদাচরণ বা অদক্ষতার কারণে কোন কর্মচারী অপসারিত বা বরখাস্ত হইলে, বিশেষ বিবেচনায় তাহাকে সহানুভূতিমূলক ভাতা প্রদান করা যাইতে পারে, যাহার পরিমাণ অক্ষমতাজনিত কারণে তাহাকে বাধ্যতামূলক অবসর গ্রহণ করানো হইলে যে পরিমাণ অবসর ভাতা পাইতেন সেই পরিমাণের দুই-তৃতীয়াংশের বেশী হইবে না।

(২) অবসর গ্রহণের সময় বা অন্য কোনভাবে চাকুরীর অবসানের সময়, কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে রুজুকৃত কোন বিভাগীয় মামলা বা কোন আদালতে কোন ফৌজদারী মামলা বিচারাধীন থাকিলে, উক্ত মামলার রায় চূড়ান্ত না হওয়া পর্যন্ত তিনি বা তাঁহার পরিবার কোন অবসরভাতা বা অবসরজনিত সুবিধাদি গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

(৩) উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত কোন মামলায় কোন কর্মচারী যদি কোন অপরাধের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হন, তাহা হইলে পরিষদ উক্ত কর্মচারীর প্রাপ্য অবসরভাতা বা উহার অংশবিশেষ প্রদান না করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৪) বিভাগীয় মামলায় বা ফৌজদারী আদালতে দায়েরকৃত মামলায় যদি দেখা যায় যে, সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর অবহেলা বা প্রতারণার ফলে কর্তৃপক্ষের আর্থিক ক্ষতি হইয়াছে, তাহা হইলে পরিষদ তাঁহাকে বা তাঁহার পরিবারকে প্রদেয় অবসরভাতা বা অবসরজনিত সুবিধাদি হইতে উক্ত ক্ষতির টাকা আদায় করিতে পারিবে, এবং এইরূপ ক্ষতির টাকা আদায়ের উদ্দেশ্যে উক্ত অবসরভাতা বা অবসরজনিত সুবিধাদি প্রদান স্থগিত করা যাইবে।

(৫) কোন কর্মচারী একই সময়ে দুইটি অবসরভাতা ভোগ করিতে পারিবেন না।

(৬) কোন কর্মচারী যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত, অবসর গ্রহণের প্রস্তুতিমূলক ছুটিকালে বা অবসর গ্রহণের দুই বৎসরের মধ্যে, কোন প্রতিষ্ঠানে আর্থিক সুবিধাসম্পন্ন পদে নিয়োগ গ্রহণ করিবেন না এবং এইরূপ নিয়োগ গ্রহণ করিলে তাঁহাকে অবসরভাতা প্রদান করা হইবে না।

(৭) কোন কর্মচারী বা তাঁহার পরিবারকে অবসরভাতা মঞ্জুর করিবার পূর্বে তাঁহার চাকুরীকাল সন্তোষজনক ছিল কিনা তাহা যথাযথ কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন এবং উক্ত চাকুরীকাল সন্তোষজনক না হইলে যথাযথ কর্তৃপক্ষ উক্ত কর্মচারী বা তাঁহার পরিবারের প্রাপ্ত অবসরভাতার পরিমাণ সংশ্লিষ্ট অবস্থার প্রেক্ষিতে কমাইয়া দিতে পারিবে।

২৭। **অর্জিত ছুটি নগদায়ন।**—(১) চাকুরীতে থাকাকালে কোন কর্মচারী তাহার পাওনা অর্জিত ছুটি ভোগ না করিয়া থাকিলে তিনি বা তাঁহার মৃত্যুর ক্ষেত্রে, তাঁহার পরিবারবর্গ উপ-বিধি (২) এর বিধান সাপেক্ষে, উক্ত জমাকৃত অর্জিত ছুটির অনধিক বার মাসের পরিবর্তে তাঁহার সর্বশেষ প্রাপ্ত মূল বেতনের সমান হারে, এককালীন নগদ অর্থ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রাপ্য অর্থ অবসর গ্রহণের প্রস্তুতিমূলক ছুটি শুরু হইবার পূর্বে গ্রহণ করা যাইবে না।

২৮। **অবসরভাতা, ইত্যাদির আবেদন।**—(১) কোন কর্মচারী বা মনোনীত ব্যক্তি অথবা অনুরূপ কোন মনোনয়ন না থাকিলে, তাঁহার পরিবার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি এই বিধিমালার অধীন অবসরভাতা ও অবসরজনিত সুবিধাদি পাইবার উদ্দেশ্যে, তফসিল-৩ এর প্রথম ভাগে বিধৃত ফরম পূরণ করিয়া উহাতে উল্লিখিত কাগজপত্রসহ আবেদন জমা নিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন দাখিলকৃত আবেদন সম্পর্কে যথাযথ কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট হইলে, সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তা উক্ত তফসিলের দ্বিতীয় ভাগে বিধৃত ফরমে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করিয়া একই তফসিলের তৃতীয় ভাগে বিধৃত ফরমে প্রার্থিত অবসরভাতা বা অবসরজনিত সুবিধাদি মঞ্জুর করিবেন এবং উক্ত তথ্যাদি যথাযথ কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন অবসরভাতা বা অবসরজনিত সুবিধাদি মঞ্জুর করা হইলে, আবেদনকারীকে উক্ত তফসিলের চতুর্থ ভাগে বিধৃত ফরমে একটি অবসরভাতা বহি প্রদান করা হইবে এবং এই বহিতে প্রতি মাসে প্রদত্ত অবসরভাতা লিপিবদ্ধ করা হইবে ; যথাযথ কর্তৃপক্ষ এইরূপ প্রদত্ত অবসরভাতা সম্পর্কিত তথ্যাদি একটি রেজিষ্ট্রারে লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণ করিবে।

২৯। **অবসরভাতা, ইত্যাদি পরিশোধের স্থান।**—এই বিধিমালার অধীন প্রদেয় অবসরভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি যথাসম্ভব উহার প্রাপক কর্তৃক উল্লিখিত পরিষদের কোন অঞ্চলের অফিস বা কোন তফসিলি ব্যাংকের মাধ্যমে পরিশোধ করা হইবে এবং উক্তরূপ কোন ব্যাংকের মাধ্যমে অবসরভাতা বা অন্যান্য সুবিধাদি পরিশোধের উদ্দেশ্যে পরিষদ যথাযথ কর্তৃপক্ষের সহিত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

৩০। **সাধারণ ভবিষ্য তহবিল।**—জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, লিখিত আদেশ দ্বারা এই বিধিমালা কার্যকর হওয়ার পর বিধি ১১এর উপ-বিধি (৩) এর দফা (ঙ) এর অধীন জমাকৃত অর্থ সমন্বয়ে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্মচারী সাধারণ ভবিষ্য তহবিল পরিকল্পনা চালু করিবে এবং এইরূপ পরিকল্পনা সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে General Provident Fund Rules, 1979 (অর্থ মন্ত্রণালয়ে অর্থ বিভাগের ৮ই আগস্ট, ১৯৭৯ তারিখের Notification No. MF(RU)-1(5)/79/28 এবং ২০ই আগস্ট, ১৯৭৯ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত) অনুসরণ করা হইবে।

৩১। **বিধিমালার অন্তর্ভুক্ত নহে এইরূপ বিষয়।**—অবসরভাতা ও এই বিধিমালার অধীন প্রদেয় অবসরজনিত সুবিধাদি সংক্রান্ত কোন বিষয়ে এই বিধিমালার পর্যাপ্ত বিধান না থাকিলে উক্ত বিষয়ে সরকারী কর্মচারীগণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধিমালা, আদেশ, নির্দেশ বা নিয়মাবলী অনুসরণ করা হইবে এবং এইরূপ অনুসরণে কোন অসুবিধা দেখা দিলে এতদবিষয়ে সরকারের কোন সাধারণ নির্দেশ সাপেক্ষে, পরিষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

৩২। **অবসর গ্রহণ, ইত্যাদি বিষয়ে Act XII of 1974 এর প্রয়োগ।**—এই বিধিমালার বিধানাবলী Public Servants Retirement Act, 1974 (XII of 1974) এর বিধানাবলী সাপেক্ষে প্রযোজ্য হইবে এবং উভয়ের মধ্যে অসংগতির ক্ষেত্রে উক্ত Act এর বিধান প্রাধান্য পাইবে।

৩৩। **চাকুরী বিধিমালার সংশোধন।**—জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকুরী বিধিমালা, ১৯৯৫ এর বিধি ৫২ বিলুপ্ত হইবে।

তফসিল-১

(বিধি ২০ এবং ২২ দ্রষ্টব্য)

	গণনাযোগ্য চাকুরী	প্রাপ্য অবসরভাতার হার **(সর্বশেষ প্রাপ্ত মূল বেতনের %)**
(ক)	১০ বৎসর	৩২
(খ)	১১ বৎসর	৩৫
(গ)	১২ বৎসর	৩৮
(ঘ)	১৩ বৎসর	৪২
(ঙ)	১৪ বৎসর	৪৫
(চ)	১৫ বৎসর	৪৮
(ছ)	১৬ বৎসর	৫১
(জ)	১৭ বৎসর	৫৪
(ঝ)	১৮ বৎসর	৫৮
(ঞ)	১৯ বৎসর	৬১
(ট)	২০ বৎসর	৬৪
(ঠ)	২১ বৎসর	৬৭
(ড)	২২ বৎসর	৭০
(ঢ)	২৩ বৎসর	৭৪
(ণ)	২৪ বৎসর	৭৭
(ত)	২৫ বৎসর বা তদূর্ধ্ব	৮০

তফসিল-২
[বিধি ২৫(১) দ্রষ্টব্য]

অবসরভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি গ্রহণের মনোনয়নপত্র

মনোনীত ব্যক্তি/ ব্যক্তিগণের নাম ও ঠিকানা।	কর্মচারীর সহিত মনোনীত ব্যক্তির সম্পর্ক।	মনোনীত ব্যক্তির বয়স।	মনোনীত ব্যক্তি একাধিক হইলে প্রত্যেকের প্রাপ্য অবসরভাতার পরিমাণ (শতকরা হারে)।	যদি মনোনীত ব্যক্তি মনোনয়নকারী কর্মচারীর পূর্বে মারা যান সেক্ষেত্রে এই অধিকার যাহার উপর বর্তাইবে তাহার নাম, ঠিকানা ও সম্পর্ক (যদি থাকে)।
১	২	৩	৪	৫

১

২

৩

স্বাক্ষী ঃ

১. ....

২. ....

তারিখ ঃ ....

কর্মচারীর দস্তখত ঃ

নাম ঃ ....

পদবী ঃ ....

বিভাগ/ শাখা ঃ ....

তারিখ ঃ ....

তফসিল-৩
[বিধি ২৮(১) দ্রষ্টব্য]

প্রথম ভাগ
"ক" অংশ

(অবসরভাতা/অবসরজনিত অন্যান্য সুবিধাদি গ্রহণের আবেদনপত্র)

১। কর্মচারীর নাম (স্পষ্টাক্ষরে) ঃ

২। অবসর গ্রহণকালে পদবী ও কর্মস্থল ঃ

৩। জন্ম তারিখ ঃ

৪। চাকুরীতে যোগদানের তারিখ ঃ

৫। কর্মচারীর বয়স ৫৭ বৎসর পূর্ণ হওয়া/চাকুরীর ২৫ বৎসর পূর্তিতে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ/কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অবসর প্রদান/বিভাগীয় মামলায় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অবসর প্রদান এর ক্ষেত্রে অবসর কার্যকর হওয়ার তারিখ। ঃ

৬। ক্ষতিপূরণমূলক অবসরভাতা/অক্ষমতাজনিত অবসরভাতা/ পরিবারের জন্য অবসরভাতা এর ক্ষেত্রে যে তারিখ হইতে উক্ত ভাতা প্রাপ্য হইয়াছে (অপ্রযোজ্যটি কাটিয়া দিন)। ঃ

৭। গণনাযোগ্য চাকুরীকাল ঃ

৮। সর্বশেষ প্রাপ্ত মূল বেতন ঃ

৯। অবসরভাতা প্রাপ্য হইলে উহার যে পরিমাণ সমপর্ণ করিতে ইচ্ছুক (শতকরা হারে)। ঃ

১০। অর্জিত ছুটি নগদায়নের ক্ষেত্রে, প্রাপ্য ছুটির পরিমাণ ঃ

১১। কর্মচারী স্বয়ং আবেদনকারী না হইলে—

(ক) আবেদনকারীর নাম ও ঠিকানা ঃ

(খ) কর্মচারীর সহিত আবেদনকারীর সম্পর্ক ঃ

(গ) আবেদনকারী কর্মচারী কর্তৃক মনোনীত হইয়াছেন কিনা (মনোনীত না হইলে প্রাপকগণ প্রদত্ত ক্ষমতা-পত্র দাখিল করিতে হইবে)। ঃ

১২। কর্তৃপক্ষের যে অফিস হইতে অবসরভাতা/অন্যান্য সুবিধাদির টাকা পাইতে আগ্রহী—

(ক) অবসরভাতা ঃ

(খ) সমর্পিত অবসরভাতা পরিবর্তে এককালীন থোক টাকা। ঃ

(গ) অর্জিত ছুটি নগদায়নের টাকা ঃ

ঘোষণাপত্র ঃ

আমি এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপর প্রদত্ত সকল তথ্য আমার জানামতে সঠিক এবং আমি নির্ধারিত ফরমে ইতিপূর্বে অবসরভাতার জন্য দরখাস্ত করি নাই। এই আবেদনের সূত্রে আমি যদি কোন অতিরিক্ত অবসরভাতা বা অন্যান্য অর্থ গ্রহণ করি, তাহা ফেরৎ দিতে বাধ্য থাকিব।

....

তারিখ .... কর্মচারী/আবেদনকারীর দস্তখত

তফসিল-৩

প্রথম ভাগ

"খ" অংশ

(কর্মচারীর/আবেদনকারীর নমুনা স্বাক্ষর ও আংগুলের ছাপ)

আবেদনপত্রের "ক" অংশে উল্লিখিত অবসরভাতা/অবসরজনিত সুবিধাদি গ্রহণের উদ্দেশ্যে আমি এতদ্বারা আমার নমুনা স্বাক্ষর ও আংগুলের ছাপ নিম্নে প্রদান করিলাম ঃ

নমুনা স্বাক্ষর

(১) .... (২) .... (৩) ....

আংগুলের ছাপ

বৃদ্ধাঙ্গুলি	তর্জনী	মধ্যমা	অনামিকা	কনিষ্ঠা

কর্মচারীর/আবেদনকারীর দস্তখত

নাম ঃ ....

তারিখ ঃ.........................

সত্যয়িত

....

উর্ধ্বতন কর্মকর্তার দস্তখত।

তফসিল-৩
দ্বিতীয় ভাগ

"ক" অংশ
[বিধি ২৮(২) দ্রষ্টব্য]

(অবসরভাতা/অবসরজনিত সুবিধাদির আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর কর্মচারীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তা নিম্নের অংশ পূরণ করিবেন) ঃ

১। কর্মচারীর নাম ঃ

২। পিতার নাম ঃ

৩। জাতীয়তা ঃ

৪। কর্মচারীর সহিত ডাকযোগে যোগাযোগের ঠিকানা ঃ

৫। অবসরভাতা প্রাপ্য হইবার অব্যবহিতপূর্বে কর্মচারীর পদের নাম ঃ

৬। কর্মচারীর জন্ম তারিখ ঃ

৭। সনাক্তকরণ চিহ্ন ঃ

৮। চাকুরীতে যোগদানের তারিখ ঃ

৯। অবসরভাতা প্রাপ্যতার তারিখ ঃ

১০। আবেদনপত্র দাখিলের তারিখ ঃ

১১। গণনাযোগ্য চাকুরীকাল ঃ

১২। প্রার্থীতে অবসরভাতা অন্যবিধ সুবিধার ধরণ ঃ

১৩। সর্বশেষ প্রাপ্ত মূল বেতন ঃ

১৪। প্রার্থীতে মাসিক অবসরভাতার মোট পরিমাণ ঃ

১৫। প্রস্তাবিত সমর্পণের পরিমাণ ঃ

১৬। প্রাপ্য নীট অবসরভাতার পরিমাণ ঃ

১৭। অবসরভাতা ইত্যাদি পরিশোধের স্থান—

(ক) অবসরভাতা ঃ

(খ) সমর্পিত অবসরভাতা পরিবর্তে এককালীন থোক টাকা ঃ

(গ) অর্জিত ছুটি নগদায়নের টাকা ঃ

১৮। যে তারিখে অবসরভাতা প্রদয় হইয়াছে বা হইবে ঃ

....

উর্ধ্বতন কর্মকর্তার দস্তখত

তফসিল-৩
দ্বিতীয় ভাগ
[বিধি ২৮(২) দ্রষ্টব্য]

"খ" অংশ
(গণনাযোগ্য চাকুরীর হিসাব)

(প্রশাসন বিভাগ পূরণ করিবে)

	চাকুরী ছুটি ইত্যাদির বর্ণনা	হইতে	পর্যন্ত	সময়কাল
(১)	চাকুরীর মোট সময়কাল (বিরতি এবং অগণনাযোগ্য চাকুরীকাল যদি থাকে তাহাসহ)।			
(২)	অসাধারণ ছুটি			
(৩)	কর্মরত বা ছুটি হিসাবে গণ্য হয় নাই এইরূপ সাময়িকভাবে বরখাস্ত থাকার সময়কাল (যদি থাকে)।			
(৪)	চাকুরীকালে কোন বিরতি থাকিলে উহার সময়কাল।			
(৫)	বিরতি মার্জনা না করা হইলে বিরতির পূর্ববর্তী চাকুরীকাল।			
(৬)	ইস্তফাদানের ফলে বাজেয়াপ্তকৃত চাকুরীকাল।			
(৭)	অননুমোদিত অনুপস্থিতি			
	সর্বমোট চাকুরীকাল			

নীট গ্রহণযোগ্য চাকুরীকাল

....

গণনাযোগ্য চাকুরীতে মার্জনাকৃত ঘাটতি ....

সর্বমোট গণনাযোগ্য চাকুরী বৎসর .... মাস .... দিন..........

....

প্রশাসন বিভাগের

ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দস্তখত।

তফসিল-৩

দ্বিতীয় ভাগ

"গ" অংশ

[বিধি ২৮(২) দ্রষ্টব্য]

(অবসরভাতা/অর্জিত ছুটি নগদায়নের হিসাব)

(হিসাব বিভাগ পূরণ করিবে)

১। প্রাপ্য মোট অবসরভাতার পরিমাণ ....
সর্বশেষ প্রাপ্ত মাসিক মূল বেতন
.... টাকার ....
.... (% হারে)
.... টাকা

২। শতকরা .... ভাগ ....
সমর্পনের পর নীট অবসরভাতার পরিমাণ।

৩। প্রথম ৫০% সমর্পিত অবসর ভাতা........................
টাকার প্রতি টাকার বিপরীতে প্রাপ্য এককালীন থোক টাকার পরিমাণ। ....

৪। পরবর্তী ৫০% সমর্পিত অবসরভাতা ....
টাকার প্রতি টাকার বিপরীতে প্রাপ্য এককালীন থোক টাকার পরিমাণ। ....

৫। কর্মচারীর অর্জিত ছুটির নগদায়নের বিবরণ ঃ

(ক) ছুটির পরিমাণ..

(খ) প্রাপ্য টাকার পরিমাণ.................................

....
হিসাব বিভাগের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দস্তখত।

তফসিল-৩
দ্বিতীয় ভাগ

"ঘ" অংশ
[বিধি ২৮(২) দ্রষ্টব্য]

(যথাযথ কর্তৃপক্ষের আদেশ)

নিম্নস্বাক্ষরকারী এই মর্মে সন্তুষ্ট হইয়াছেন যে, জনাব/বেগম .... এর সম্পূর্ণ চাকুরীকাল সন্তোষজনক। সুতরাং অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার সাপেক্ষে তাহাকে মাসিক নীট অবসরভাতা.. টাকা এককালীন থোক টাকা এতদ্বারা মঞ্জুর করা হইল।

অথবা

নিম্নস্বাক্ষরকারী এই মর্মে সন্তুষ্ট হইয়াছেন যে, জনাব/বেগম .... এর সম্পূর্ণ চাকুরীকাল সন্তোষজনক নহে এবং সেই কারণে তাহার অবসরভাতা নিম্নবর্ণিত হারে হ্রাস করিয়া, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার সাপেক্ষে, মঞ্জুর করা হইল।

(ক) নীট অবসরভাতার পরিমাণ ....

(খ) এককালীন থোক টাকা ....

(গ) অর্জিত ছুটির নগদায়ন ....

অবসরভাতার প্রাপ্যতা শুরু হইবার তারিখ ঃ ....

....
চেয়ারম্যান এর দস্তখত ও সীল

তফসিল-৩
দ্বিতীয় ভাগ

"ঙ" অংশ
[বিধি ২৮(২) দ্রষ্টব্য]

(হিসাব বিভাগ/অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ পূরণ করিবে)

১। নিরীক্ষান্তে অনুমোদনযোগ্য গণনাযোগ্য চাকুরীর পরিমাণ ....

২। গণনাযোগ্য চাকুরী গণনার ক্ষেত্রে প্রশাসন বিভাগের সহিত দ্বিমত পোষণের সংক্ষিপ্ত কারণ, যদি থাকে। ....

৩। নিরীক্ষান্তে অনুমোদনযোগ্য—

(ক) অবসরভাতার পরিমাণ ....

(খ) এককালীন থোক টাকার পরিমাণ ....

(গ) অর্জিত ছুটি নগদায়ন এর পরিমাণ ....

৪। ক্রমিক নং ৩-এ উল্লিখিত পরিমাণ সম্পর্কে প্রশাসন বিভাগের সহিত দ্বিমত পোষণের সংক্ষিপ্ত কারণ। ....

৫। অবসরভাতার প্রাপ্যতার শুরু হইবার তারিখ ....

....
অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের
ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দস্তখত।

(প্রশাসন বিভাগ পূরণ করিবে)

১। অবসরভাতার হিসাব নিরীক্ষান্তে দেখা যায় যে, উহার হিসাব সঠিক পরিমাণ ....

২। অবসরভাতার/এককালীন থোক টাকা/অর্জিত ছুটি নগদায়ন এর ইস্যুর নম্বর .... তারিখ ....

....
প্রশাসন বিভাগের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দস্তখত।

তফসিল-৩
তৃতীয় ভাগ
[বিধি ২৮(২) দ্রষ্টব্য]

অবসরভাতা, ইত্যাদি প্রদানের আদেশ

নম্বর .... তারিখ ঃ...................... ইংরেজী / বাংলা

অবসরভাতার শ্রেণী ও উহা মঞ্জুরীর আদেশের তারিখ	গ্রহণকারীর ব্যক্তিগত সনাক্তকরণ চিহ্ন	উচ্চতা মিটার/ সেন্টিমিটার	জন্ম তারিখ	গ্রহণকারীর ঠিকানা	প্রদেয় মাসিক অবসর ভাতার পরিমাণ

পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত এতদ্বারা জনাব/বেগম ....
এর অবসর গ্রহণের প্রেক্ষিতে ঃ

(ক) নীট অবসরভাতার হিসাবে .... টাকা মঞ্জুর করা হইল। উক্ত অবসরভাতা প্রতিমাসে শেষ হইবার পর তাহাকে/মনোনীত বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি জনাব/বেগম .... কে প্রদানযোগ্য হইবে।

(খ) .... টাকা সমর্পনের বিপরীতে .... টাকা এককালীন মঞ্জুর করা হইল, যাহা এককালীন তাহাকে/মনোনীত বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি জনাব/বেগম .... কে প্রদানযোগ্য হইবে।

(গ) অর্জিত ছুটির নগদায়ন বাবদ .... টাকা মঞ্জুর করা হইল, যাহা তাহাকে মনোনীত ব্যক্তি/ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি জনাব/বেগম .... কে প্রদানযোগ্য হইবে।

....
যথাযথ কর্তৃপক্ষের দস্তখত।

তফসিল-৩

চতুর্থ ভাগ

[বিধি ২৮(৩) দ্রষ্টব্য]

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ অবসরভাতা পরিশোধ বহি

	ছবি	

অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীর নাম ও সর্বশেষ পদ ....

অবসরভাতা গ্রহণকারীর নাম ....

কর্মচারী/অবসরভাতা গ্রহণকারীর ঠিকানা ....

অবসরভাতা প্রাপ্যতা ও অনুমোদনের তারিখ	জন্ম তারিখ	অবসরভাতা	প্রকৃতি	মাসিক মোট অবসর-ভাতার পরিমাণ

সূত্র নং ....

তারিখ ....

পরবর্তী নির্দেশ প্রদান না করা পর্যন্ত
নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিকে নিম্নবর্ণিত
ভাবে প্রদান করুন

জনাব/বেগম .... নীট অবসরভাতার ....
(টাকা কথায়) .... টাকা যাহা প্রতিমাস শেষ হওয়ার পর পরিশোধযোগ্য এবং সমর্পিত অবসরভাতার বিপরীতে এককালীন .... টাকা প্রদান করুন।

....
যথাযথ কর্তৃপক্ষের দস্তখত।

প্রতি

....

....

....

প্রদত্ত অবসরভাতার বৎসর ও মাস	পরিশোধের তারিখ	প্রদত্ত টাকার পরিমাণ	বিতরণকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর	মন্তব্য
জানুয়ারি/২০০....				
ফেব্রুয়ারি/২০০....				
মার্চ/২০০....				
এপ্রিল/২০০....				
মে/২০০....				
জুন/২০০....				

জুলাই/২০০....

আগস্ট/২০০....

সেপ্টেম্বর/২০০....

অক্টোবর/২০০....

নভেম্বর/২০০....

ডিসেম্বর/২০০....

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের আদেশক্রমে

মোঃ মাসুদ ইলাহী
সচিব।

শেখ মোঃ মোবারক হোসেন (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।